তারিখ ... 05 AUG 2015
পৃষ্ঠা ... ৪ ... কলাম ... ২

সিকৃবিতে অনিয়ম

মান ও শৃঙ্খলার প্রশ্নে ছাড় নয়

সিলেট কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ে (সিকৃবি) শিক্ষক-কর্মকর্তা-কর্মচারী নিয়োগ নিয়ে যে অনিয়ম ঘটেছে, তা কেবল ব্যাপক নয়, 'বহুমাত্রিক'।

মঙ্গলবারের সমকালে প্রকাশিত এ সংক্রান্ত প্রতিবেদন সূত্রে জানা যায়, ২০১০ সাল থেকে নিয়োগ দেওয়া চার শতাধিক পদের ক্ষেত্রেই শর্ত শিথিল, যোগ্য প্রার্থীদের বঞ্চিত করে অযোগ্যদের উচ্চতর পদে নিয়োগের রীতিমতো মচ্ছব চলেছে। অনুমান করা কঠিন নয় যে, নিয়োগের ক্ষেত্রে কর্তৃপক্ষের এই উদারতার নেপথ্যে রয়েছে অর্থেরও উদার লেনদেন। আলোচ্য প্রতিবেদনে বিভিন্ন পক্ষের বক্তব্যেও বিষয়টি স্পষ্ট। আমরা মনে করি, সংশ্লিষ্টদের এই আশঙ্কা অমূলক নয় যে, নিয়োগের শর্ত না মানা ও অযোগ্যদের পদোন্নতির কারণে বিশ্ববিদ্যালয়ের একাডেমিক ও প্রশাসনিক শৃঙ্খলা ভেঙে পড়তে পারে। মন্দের ভালো যে, সিকৃবির নিয়োগে অনিয়মের অভিযোগের পরিপ্রেক্ষিতে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের নির্দেশে জুন মাসে তিন সদস্যবিশিষ্ট এক তদন্ত কমিটি গঠন করেছে বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশন, ইউজিসি। আমাদের মনে আছে, গত মে মাসেই কর্তৃপক্ষের পূর্বানুমোদন ছাড়া সরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষক, কর্মকর্তা ও কর্মচারী নিয়োগে নিষেধাজ্ঞা জারি করে ইউজিসি সংশ্লিষ্টদের কাছে একটি চিঠি পাঠিয়েছিল। সিকৃবির এই চিত্র প্রমাণ করছে, সেটা কতটা যৌক্তিক ছিল।

অস্বীকার করা যাবে না যে, প্রতিবছর ক্রমবর্ধমান শিক্ষার্থীর স্রোত সামাল দিতে দেশের ৩৭টি পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ে অবকাঠামো ও জনবল বৃদ্ধি অনেক ক্ষেত্রেই অনিবার্য; কিন্তু প্রয়োজন ও সামর্থ্যের মধ্যে ভারসাম্য রক্ষারও বিকল্প নেই। শিক্ষা খুবই গুরুত্বপূর্ণ খাত হলেও তৃতীয় বিশ্বের একটি দেশকে আর্থিক সঙ্গতির কথাও বিবেচনায় রাখতে হয় বৈকি। সবচেয়ে বড় প্রশ্ন হচ্ছে, শিক্ষক-কর্মচারী নিয়োগের ক্ষেত্রে যোগ্যতার প্রশ্নে বিন্দুমাত্র ছাড় না দেওয়া। দুর্ভাগ্যবশত আমরা দেখেছি, নতুন প্রতিষ্ঠিত বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে তো বটেই, পুরনো বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতেও অনুমোদিত পদের বাইরেও বিপুল জনবল নিয়োগ দেওয়া হচ্ছে। যোগ্যতার ক্ষেত্রেও চলছে অমার্জনীয় শৈথিল্য। আমরা দেখেছি, রংপুরের বেগম রোকেয়া বিশ্ববিদ্যালয়, ময়মনসিংহের বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকার শেরেবাংলা কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ে সিকৃবির মতোই অনিয়ম ও দুর্নীতি চলছে। উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠানে এই নিম্নমানের অপরাধ আর চলতে দেওয়া যায় না। বিশেষত শিক্ষক নিয়োগে সর্বোচ্চ সতর্ক থাকতেই হবে। এভাবে অনিয়ম ও দুর্নীতির মাধ্যমে যেসব 'মানুষ গড়ার কারিগর' আমরা পাচ্ছি, তারা ভবিষ্যৎ প্রজন্মকে কী ধরনের শিক্ষা দেবেন বলাই বাহুল্য। শিক্ষক যেখানে শিক্ষার্থীদের নৈতিকতা ও প্রজ্ঞা শিক্ষা দেন; সেখানে এসব 'শিক্ষক' না ধারণ করেন নৈতিকতা, না আছে প্রজ্ঞা। এটা ঠিক যে, এখনও অনেক মেধাবী শিক্ষকতা পেশায় আসছেন। 'যুগের ধর্ম' মেনে অর্থের অনর্থ ও অনিয়ম মেনেই আসছেন। এই কারণে তো বটেই, চারপাশে যখন অমেধাবী সহকর্মীর ছড়াছড়ি দেখেও তাদের মনোবল অটুট থাকার কথা নয়। বিলম্বে হলেও এই আত্মঘাতী তৎপরতা আমাদের বন্ধ করতেই হবে। আমরা যদি সৎ ও মেধাবী জাতি গঠন করতে চাই, তাহলে গোড়ার এই গলদ যে কোনো মূল্যে দূর করতেই হবে। আমরা দেখতে চাই, সিকৃবিতে ইতিমধ্যে সম্পন্ন সব নিয়োগ প্রক্রিয়া খতিয়ে দেখা হয়েছে। ইউজিসি গঠিত তদন্ত কমিটি যেন অনিয়ম ও দুর্নীতির প্রতিটি অঘটন চিহ্নিত করে দায়ীদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেয়। প্রয়োজনের অতিরিক্ত নিয়োগ হওয়া শিক্ষক-কর্মচারীদের ব্যাপারেও অপ্রিয় সিদ্ধান্ত নিতে হবে বৈকি। ব্যক্তি বা গোষ্ঠীর সুবিধার জন্য একটি উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠানের মান ও শৃঙ্খলা বিসর্জন দেওয়ার অবকাশ নেই।